

৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৭৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার সভাপতিত্বে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে কর্তৃপক্ষের ৭৬তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে বর্ণিত আছে।

সভার শুরুতে সভাপতি জেএমবিএ'র বোর্ডের সকল সদস্য ও কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি যমুনা সেতুর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে এবং পদ্মা সেতু ও মুক্তারপুর সেতু কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে পালনের জন্য যবসেক কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের অতীত ও বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে সভায় বিশদভাবে তুলে ধরেন। বিশেষ করে তিনি বলেন ১৫০০ মিটার ও তদুর্ধের সেতু যেমন : পদ্মা সেতু ও মুক্তারপুর সেতু, নির্মাণ, পাকশী সেতুর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর দায়িত্ব ও ভবিষ্যতে টোল রোড, ফ্লাইওভার ইত্যাদি নির্মাণের দায়িত্বও যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের উপর অর্পন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এই সেতু কর্তৃপক্ষের নাম পরিবর্তনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর সচিব যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক-কে সভার আলোচ্যসূচী সমূহ উপস্থাপন করতে অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচী-১ : ৭৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

সভাপতির সম্মতিক্রমে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক ২১/০৫/২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত যসবেক'র ৭৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন, বোর্ডের কোন সদস্যের আপত্তি না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-২ : গত বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক ৭৫তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অংগতি সম্পর্কে বিশদ আলোকপাত করেন। সভায় জানান হয় যে ৭৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহ বেশীর ভাগই বাস্তবায়িত হয়েছে, তবে কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সভায় বলা হয়।

আলোচ্যসূচী-৩ : যমুনা বহুমুখী সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল সংগ্রহের কাজে দ্বিতীয় O&M Operator নিয়োগ প্রসঙ্গে।

ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক আলোচ্যসূচী-৩ এ বর্ণিত যমুনা বহুমুখী সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল সংগ্রহের কাজে দ্বিতীয় O&M Operator নিয়োগের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, প্রতিযোগীতামূলক আন্তর্জাতিক টেক্নোরের মাধ্যমে যমুনা বহুমুখী সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল সংগ্রহের নিমিত্তে দ্বিতীয় O&M Operator নিয়োগের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। মোট ৭(সাত)টি দরপত্র পাওয়া যায়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ৭(সাত)টি দরদাতার দাখিলকৃত দরপত্রগুলির কারিগরী ও আর্থিক দিক বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। কমিটি কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়ন শেষে PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. এর উদ্দৃত দর ৫১.১৪ কোটি (একাশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ) টাকা সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে বিবেচিত হয়। উক্ত

প্রতিষ্ঠানকে যমুনা বহুমুখী সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল সংগ্রহের কাজে পরবর্তী ৫(পাঁচ) বছরের জন্য দ্বিতীয় O&M Operator হিসাবে নিয়োগের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় বিষয়টি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভের জন্য সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রসভা কমিটিতে প্রেরণ করে, যা উক্ত কমিটি কর্তৃক ২২/০৬/০৩ তারিখে অনুমোদিত হয়।

তিনি জানান যে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন লাভের পর সর্বনিম্নদরদাতা PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. এর বরাবর গত ২৫/০৬/০৩ তারিখে Letter of Acceptance প্রদান করা হয় এবং ০৫/০৭/০৩ তারিখের মধ্যে Bid Document-এর কভিশন অফ কন্ট্রাক্টের ৪ ধারা অনুসারে যবসেক অনুমোদিত সোনালী ব্যাংক হতে Performance Bank Guarantee জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই পূর্বতন O&M Operator, JOMAC Ltd. দরপত্রের ক্রটি রয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করে। JOMAC Ltd. কর্তৃক দাখিলকৃত পিটিশনের প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট ১৬/০৭/২০০৩ তারিখে রুলনিশ জারী করে। বর্ণিত রিট পিটিশনের উপর ১৯/০৭/২০০৩ তারিখে হাইকোর্টে শুনানী শেষে মহামান্য হাইকোর্ট যমুনা বহুমুখী সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায় কাজে নতুন Operator নিয়োগের সকল কার্যক্রম ১(এক) মাসের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে এবং বর্তমান O&M Operator, JOMAC Ltd. কে তাদের পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বের মেয়াদ ১(এক) মাসের জন্য বর্ধিত করে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে। ২/৮/২০০৩ তারিখে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট উক্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের রায় ঘোষণা করে। স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের প্রেক্ষিতে সর্বশেষ ১২/৮/২০০৩ তারিখের মধ্যে Performance Bank Guarantee জমা দেয়ার জন্য PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd.-কে পত্র দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে ০৯/০৭/০৩ তারিখে PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd.-কে তাদের প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়টি অবহিত করা হয়। উক্ত তারিখ হতে মহামান্য আদালত প্রদত্ত স্থগিতাদেশ এবং সরকারী ছুটির দিন বাদ দিয়ে টেক্নোরের শর্ত অনুসারে ১৫ দিবসের মধ্যে Performance Bank Guarantee দাখিলের কার্যাদেশ শেষ হয় ১২/০৮/০৩ তারিখে। উক্ত সময়ের মধ্যে PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. Performance Bank Guarantee জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে গত ১৭/৮/০৩ তারিখে বর্তমানে সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত JOMAC Ltd.-কে ১৯/৯/০৩ তারিখ পর্যন্ত আরও ১(এক) মাসের Extension প্রদান করা হয়। ইহা ছাড়াও মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক জোমাক লিঃ কে দ্বিতীয় বারের মত কার্যকাল আরও একমাস বর্ধিত করে, যা ১৯/৯/০৩ তারিখের মধ্যে উত্তীর্ণ হবে। অন্যদিকে গত ১৮/০৮/০৩ তারিখে PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. মহামান্য হাইকোর্টে ২য় O&M Operator নিয়োগের বিষয়ে রিট পিটিশন দাখিল করে। তাদের রিট পিটিশনের প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট হতে ২৬/৮/০৩ তারিখ পর্যন্ত নতুন Operator নিয়োগ দরপত্র আহবানের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক ২৬/৮/০৩ তারিখে প্রদত্ত রায় সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন।

ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক সভাকে আরও অবহিত করেন যে, বিগত ২/৯/০৩ তারিখে PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. ঢাকাস্থ Primier Bank হতে একটি Performance Bank Guarantee দাখিল করেছে এবং তারা Performance Bank Guarantee গ্রহণের জন্য আবেদন করেছে।

তিনি

সভায় উপস্থিত সদস্যগণ বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় যবসেক-এর পরিচালকগণও অংশগ্রহণ করেন। বিস্তারিত আলোচনায় প্রকাশ পায় যে,

- (ক) Bid Document এর শর্ত মোতাবেক PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. যবসেক কর্তৃক অনুমোদিত সোনালী ব্যাংক হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে Performance Bank Guarantee দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে। Marga Net One Ltd. (Proposed) যবসেক-এর অনুমোদন ব্যতিরেকে Premier Bank হতে Performance Bank Guarantee দাখিল করে, যা দরপত্রের শর্তানুযায়ী হয়নি।
- (খ) সর্বনিম্ন দরদাতা PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. উল্লেখিত Marga Net One Ltd. (Proposed) কোম্পানীটির রেজিস্ট্রেশন এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে গ্রহণ করেনি। তারা তাদের Correspondence-এ Marga Net One Ltd. (Proposed) বলে উল্লেখ করে যাচ্ছে। অর্থাৎ তারা Tender Notice এর ধারা-1(b) অনুসারে তাদের প্রস্তাবিত কোম্পানী Marga Net One Ltd. এর রেজিস্ট্রেশন বাংলাদেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে অদ্যাবধি গ্রহণ করেনি।
- (গ) PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের শাখা অফিস হতে Property Damage Insurance এর premium এর বিষয়ে যে Clarification প্রদান করেছে তাহা সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে যবসেক কর্তৃক Verification এর জন্য পাঠানো হলে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয় তাদের ব্রাহ্মণ অফিস হতে ভূল করেছে বলে উল্লেখ করে তা প্রত্যাহার করে নেয়। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. এর এ ধরণের কার্যকলাপে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।
- (ঘ) Tender Document-এর ধারা নং-৪ অনুসারে ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্র খোলার তারিখ হতে ১৮০ দিন অর্থাৎ ৮/৯/০৩ তারিখ পর্যন্ত বলৱৎ থাকবে। তবে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছ করলে Bid Validity এর মেয়াদ বৃদ্ধি করতে দরপত্রাদাতাকে বলতে পারে।
- (ঙ) PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. টেক্সার ডকুমেন্টের সমস্ত শর্তাদি মেনে নিয়ে দরপত্রে অংশগ্রহণ করলেও পরবর্তীতে দরপত্রে উল্লেখিত বিভিন্ন ঘানবাহন হতে ১ম দিনে সংগৃহীত টেল পরবর্তী দিনের দুপুর ১২:০০ টার মধ্যে যবসেক-এর ব্যাংক একাউন্টে জমা দেয়ার বিধানটি পরিবর্তন করে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখে জমা দেয়ার প্রস্তাব করে পত্র প্রদান করে। যা টেক্সার ডকুমেন্টের ধারা নং-৩.১.৩ সেকশন-৩ এর পরিপন্থ। এই ধারা মতে তাদের দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- (চ) সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকাদার বাদ দেয়ার বিষয়ে Tender Document এর Clause-3.13.2 এ নিম্নরূপ উল্লেখ আছে :

"The authority reserve the right to accept or reject any bid and annul the bidding process and reject all bid at any time prior to the award of any contract without thereby incurring any liability from the affected bidder or bidders or ground for authoirty's action."

- (ছ) PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. বরাবর গত ১২/৭/০৩ তারিখে ড্রাফট এগিমেন্ট পাঠানো হয়। তাদের প্রস্তাব অনুসারে ড্রাফট এগিমেন্টের উপর গত ৭/৮/০৩ তারিখে যবসেক ও তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। সভার কার্যপত্র গত ৯/৮/০৩ তারিখে তাদের বরাবরে পাঠানো হয়। উক্ত সভার কার্যপত্র অনুযায়ী ড্রাফট এগিমেন্টটি স্বাক্ষর পূর্বক কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল না করে তারা গত ৩/৯/০৩ তারিখে পত্র প্রদান করে ফাইনাল ড্রাফট এগিমেন্ট পাঠানোর জন্য অনুরোধ করে। বিষয়টি উদ্দেশ্য প্রনোদিত বলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন।
- (জ) Bid Document-এর ধারা নং-৩.৮.৪, সেকশন-৩ ও ধারা-৪ অনুসারে PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. যবসেক কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক হতে Letter of Acceptance receipt এর ১৫ দিনের মধ্যে Performance Bank Guarantee জমা প্রদান করা বাধ্যতামূলক ছিল। উক্ত সময়ের মধ্যে Performance Bank Guarantee জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের কর্তৃক দাখিলকৃত

৩

Bid Security বাজেয়াপ্ত হবে বলে উল্লেখ আছে। ইহা একটি Mandatory Clause, এতে ব্যর্থ হলে Bid Security বাজেয়াপ্ত করা ছাড়া বিকল্প কোন পস্থা নেই। এ পর্যায়ে আলোচ্য দরপত্র বাতিল করে নতুন টেন্ডার আহবান প্রয়োজন।

- ৰ) বর্তমানে যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ মুক্তারপুর সেতু ও পদ্মা সেতুর সমীক্ষার কাজে ও তত্প্রোত্ত্বাবে জড়িত থাকার কারণে ও প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে যবসেকের পক্ষে যমুনা সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিচালনা করা সম্ভব নয়।
- গৰ) ১ম O&M টেন্ডার ডকুমেন্টের ধারা নং-৬৭, Condition of Contract অনুসারে বিদ্যমান দরে বর্তমান Operator JOMAC Ltd. কে অনুর্ধ্ব ৬(ছয়) মাস Extension প্রদান করার বিধান রয়েছে। উল্লেখ্য JOMAC Ltd. এর মেয়াদ গত ১৯/৭/০৩ তারিখে উন্নীর্ণ হয়েছে এবং দ্বিতীয় O&M Operator নিয়োগের জটিলতা দেখা দেয়ায় মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে JOMAC Ltd. কে ইতোমধ্যে ২(দুই) মাস Extension প্রদান করা হয়েছে।
- ঠ) JOMAC Ltd. কে Monthly Management Fee হিসাবে প্রতিমাসে প্রায় ২(দুই) কোটি টাকা প্রদান করতে হয়। দ্বিতীয় O&M দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতা PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. ১ম বৎসরে Monthly Management Fee হিসাবে প্রতিমাসে ১(এক) কোটি টাকা দর উল্লেখ করে। উল্লেখ্য JOMAC Ltd. এর Scope of work দ্বিতীয় O&M টেন্ডারের Scope of work এর চেয়ে অনেক বেশী।
- ঠ) যমুনা সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নতুন অপারেটর নিয়োগের টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী ও মূল্যায়নের জন্য উপদেষ্টা নিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। সময় স্বল্পভাবে করণে বুয়েট এর BRTC-কে এই কাজের জন্য উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগের জন্য আলোচনা হয়। আরও আলোচনা হয় যে, পদ্মা সেতু ও মুক্তারপুর সেতু সহ ভবিষ্যতে অন্যান্য নির্মাণ কাজের জন্য একটি স্থায়ী উপদেষ্টা সংস্থা নিয়োগ করা প্রয়োজন।
- ড) সভায় দরপত্রে উল্লেখিত Scope of work এর বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা হয়। আলোচনায় প্রকাশ পায় যে, দ্বিতীয় O&M দরপত্রের Scope of work বর্তমান Operator, JOMAC Ltd. এর Scope of work এর চেয়ে অনেক কম। সভায় উপস্থিতি সদস্যগণ নতুন দরপত্রে বিদ্যমান Scope of work অপরিবর্তিত রেখে দরপত্র আহবান করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

১. যমুনা সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আহবানকৃত দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতা PT Jasa Marga & Net One Solutions Ltd. এর দাখিলকৃত দরপত্র বাতিল হিসাবে গণ্য হলো ও তাদের দাখিলকৃত Bid Security বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে।
২. যমুনা সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য নতুন অপারেটর নিয়োগের টেন্ডার বাতিল করে নতুনভাবে টেন্ডার আহবান করতে হবে।
৩. যমুনা সেতুর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী ও মূল্যায়নের জন্য শীঘ্রই বুয়েট থেকে সাময়িকভাবে উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে।
৪. বর্তমান O&M Operator দ্বারা পরিচালিত সকল কাজ নতুন দরপত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৫. আগামী ৪(চার) মাসের মধ্যে টেন্ডার দরপত্র তৈরী, দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন সহ নতুন O&M Operator নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
৬. অধ্যাদেশ অনুযায়ী অত্র কর্তৃপক্ষের আওতায় বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষে সহায়তা প্রদানের জন্য স্থায়ী উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে।
৭. বর্তমান O&M Operator (JOMAC Ltd.)-এর চুক্তির মেয়াদ (বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী) আরও ৪(চার) মাস (১৯/৯/০৩ থেকে ১৯/০১/০৪) বর্ধিত করতে হবে।

৳

আলোচ্যসূচী-৪ : হন্দাই এর Final Account পরিশোধ প্রসঙ্গে।

পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) সভাকে অবহিত করেন যে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের চুক্তি-১ Bridge & Approach Viaducts তৈরীর জন্য Hyundai Engineering Construction এর সাথে মার্চ ১৯৯৪ তে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন আইটেমে তাদের IPC (Interim Payment Certificate) পরিশোধ করা হয়। এ পর্যন্ত ৫৫টি IPC-র মাধ্যমে মোট ১০৫১.৮৬ কোটি টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে ইতিপূর্বে ৭১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চুক্তি-১ এ ঠিকাদারের পেশকৃত দাবী negotiation এর মাধ্যমে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হয় এবং IPC-55 এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সংশোধিত প্রকল্পে চুক্তি-১ এর অধীন মূল সেতু ও ভায়াডাট্রি নির্মাণের জন্য ১০৫৩.৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। এ খাতে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০৫১.৮৬ কোটি টাকা। সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী আরও অবশিষ্ট আছে ১৮৪.০০ লক্ষ টাকা। তিনি উল্লেখ করেন যে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প ৩০ জুন, ২০০২ তে সমাপ্ত হয়েছে। ফলে সংশোধিত পিপির কার্যকাল ৩০ জুন, ২০০২ এ শেষ হয়েছে।

তিনি সভায় উল্লেখ করেন যে Hyundai Construction JV চুক্তি নং-১ এর Final Account নির্মাণ তদারকী উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান (সিএসসি) দাখিল করেছে। Final Account হতে দেখা যায় যে, Bill of Quantity বাবদ ১৬৭.০০ লক্ষ টাকা এবং Retention money বাবদ ৯১.০০ লক্ষ টাকা তারা দাবী করেছে। CSC কর্তৃক দাখিলকৃত Final Account-এ দেখা যায় তারা রেল অন ব্রীজ বাবদ ব্যয় ৮৫.৪৬ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট হতে পুনর্ভরণ করার প্রস্তাব করেছে। অন্যদিকে Bill of Quantity বাবদ Lum sum money হিসাবে Contract- এ বরাদ্দের পরিমাণ ৮৯০১০.০০ লক্ষ টাকা। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৮৮৭৫৮.০০ লক্ষ টাকা। এখনও ২৫২.০০ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট আছে। তিনি জানান যে, ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে এখাতে এ টাকা পরিশোধের কোন বাজেট বরাদ্দ নেই। তাই এ টাকা পরিশোধ করে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত রাজস্ব বাজেটে এ খাতে সম্পরিমান অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তিনি মতামত ব্যক্ত করেন যে, হন্দাই এর সাথে চুক্তির 60(8) (C) ধারা অনুযায়ী CSC কর্তৃক দাখিলকৃত Final Account ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে প্রতিদিন ১৫% হারে সুদ প্রদান করতে হবে। এ বিষয়টির উপর যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চাওয়া হয় এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয় “২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যয় অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জেএমবিএ’র বোর্ড সভায় উপস্থাপন করে বিধিমতে তা নিষ্পত্তি করার জন্য পরামর্শ দেয়।” মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তের সাথে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগও একমত পোষন করেছে।

তিনি সভায় আরও জানান যে CSC কর্তৃক দাখিলকৃত হন্দাই এর Final Account এ বর্ণিত Bill of Quantity ও রিটেনশন মানি বাবদ দাবীকৃত বিলের পরিমাণ ৫.২৯ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং ৪৭.৯০ লক্ষ টাকা হন্দাই-কে পরিশোধ করতে হবে। তাছাড়াও চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ট্যাক্স ও ভ্যাট বাবদ ২২.০০ লক্ষ টাকা যবসেক-কে সরকারী কোষাগারে জমা করতে হবে।

সভায় বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা হয়। সদস্যদের জিজ্ঞাসার উত্তরে পরিচালক (অর্থ) জানান যে ৩০ দিনের মধ্যে বিলটি পরিশোধ করা না হলে, প্রতিদিন ১৫% হারে সুদ প্রদান করতে হবে। সভায় আরও জানতে চাওয়া হয় যে, হন্দাই কোম্পানীর এটা কি চূড়ান্ত বিল, না কি আরও বিল আছে? পরিচালক (অর্থ) জানান যে সিএসসি কর্তৃক দাখিলকৃত হন্দাই কোম্পানীর এটাই চূড়ান্ত বিল। এ প্রেক্ষিতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব মত প্রকাশ করেন যে হন্দাই কর্তৃক দাখিলকৃত বিলটি ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে বিলটি পরিশোধ করা যায়। বোর্ডের সদস্যগণ এ বিল পরিশোধে সম্মত জ্ঞাপন করেন।

বিস্তারিত আলোচনার পর এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

হন্দাই কোম্পানী কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত বিলটি অনুমোদিত হলো। বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে বিল পরিশোধ করতে হবে। আপাততঃ যবসেক-এর রাজস্ব বাজেট থেকে এ ব্যয় পরিশোধ করা যাবে। তবে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে এখাতে সম্পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৩।

আলোচ্যসূচী-৫ : যমুনা বহুমুখী সেতুর নদীশাসন কাজের জরুরী অবস্থা মোকাবেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজে ব্যবহৃতব্য পাথর ক্রয়ের বিপরীতে ৪,৬৬,১২,০০০.০০ (চার কোটি ছেষটি লক্ষ বার হাজার) টাকা ব্যয় যবসেক এর রাজস্ব তহবিল থেকে নির্বাহ এবং ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে তা অন্তর্ভুক্তি ও সমন্বয়ের বিষয়টি অনুমোদন প্রসঙ্গে।

ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক আলোচ্যসূচী-৭ এ বর্ণিত বিষয়াদি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে নদীশাসন কাজের জন্য পাথর ক্রয় খাতে ২০০২-২০০৩ অর্থ বৎসরের বাজেটে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ঐ বৎসর পাথর ক্রয় সম্পন্ন করা হবে বিবেচনা করে পরবর্তী অর্থ বৎসরে অর্থাৎ ২০০৩-২০০৪ অর্থ বৎসরের বাজেটে এ খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি। তিনি আরও জানান যে, ঠিকাদার নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর শেষ হওয়ায় এবং ২০০৩-২০০৪ অর্থ বৎসরে এ খাতে কোন বরাদ্দ না থাকায় পাথর সরবরাহ কাজের ঠিকাদারকে কার্য্যাদেশ প্রদান করা যায়নি।

তিনি উল্লেখ করেন যে বিষয়টি যথাসময়ে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হলে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ প্রাপ্তির পর কার্য্যাদেশ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সংশোধিত বাজেট অনুমোদন পেতে জানুয়ারী, ২০০৪ পর্যন্ত সময় প্রয়োজন হবে; অথচ Tender Validity Period ২৯ আগস্ট, ২০০৩ পর্যন্ত। যার কারণে Tender Validity Period বৃদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং Successful Bidder কে Bid validity period ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। মেসার্স মীর আন্তর হোসেন লিঃ জানায় ৬(ছয়) মাস সময়ে Price Variation হতে পারে এবং Stock এ পাথরের ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলে তারা মাত্র ১(এক) মাস সময় বৃদ্ধি করেছে। তাই সেপ্টেম্বর ৩০, ২০০৩ তারিখের মধ্যে Work Order Issue করা প্রয়োজন।

কাজটি অতীব জরুরী। তাই জরুরী ভিত্তিতে যবসেক-এর রাজস্ব তহবিল থেকে এ ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে। পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ পেয়ে তা সমন্বয় করা হবে। মাননীয় মন্ত্রী মতব্যক্ত করেন যে প্রস্তাবমতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তাঁর এ প্রস্তাবের সাথে বোর্ডের সকল সদস্যই একমত পোষণ করেন।

আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা সেতুর নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজে ব্যবহৃতব্য পাথর ক্রয়ের জন্য মোট ৪,৬৬,১২,০০০.০০ (চার কোটি ছেষটি লক্ষ বার হাজার) টাকা ব্যয় আপাততঃ যবসেক এর রাজস্ব তহবিল থেকে নির্বাহ করা যাবে। তবে ২০০৩-২০০৪ সালের সংশোধিত বাজেটে এ খাতে সম্পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৬ : পদ্মা সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজে বিভিন্ন সংস্থা থেকে মনোনিত Counterpart সদস্যদের কাজের জন্য সম্মানী ভাতা প্রসঙ্গে।

পদ্মা সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজে বিভিন্ন সংস্থা হতে নিয়োজিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত Counterpart সদস্যদের সম্মানী ভাতা প্রদানের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, সমীক্ষা কাজে JICA Study Team-কে কারিগরী সহযোগীতা প্রদানের নিমিত্তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তর, ব্যবস্থাপনা ইনসিটিউট, বাংলাদেশ

৪৮

রেলওয়ে, ঢাকা এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি Counterpart Team গঠন করা হয়েছে। কারিগরী সহযোগিতা ছাড়াও উক্ত Team বিভিন্ন সময় সভায় অংশগ্রহণ ও JICA কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান করবে। এ কাজে তাঁদেরকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে এবং পরিশ্রম করতে হবে। এ জন্য নির্বাচী পরিচালক Counterpart সদস্যদের জন্য 'বৈঠক প্রতি ১০০০ (এক হাজার) টাকা এবং প্রতি প্রতিবেদনে মতামতের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদানের প্রস্তাব করেন। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ সম্মানী প্রদানের ক্ষেত্রে এ কাজে বিভিন্ন সরকারী সংস্থার নিয়মনীতি অনুসরনের বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।

আলোচনান্তে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :-

সিদ্ধান্ত :

আলোচ্য কাজের জন্য প্রস্তাবিত সম্মানী ভাতা সরকারী নিয়মনীতি অনুযায়ী পরীক্ষান্তে নিয়োজিত Counterpart সদস্যদের সম্মানী প্রদানের বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

আলোচ্যসূচী-৭ : পদ্মা সেতুর সন্তান্যতা সমীক্ষা প্রসঙ্গে :-

পদ্মা সেতুর সন্তান্যতা সমীক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে নির্বাচী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, গত ডিসেম্বর ২০০১ মাসে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী JICA মে, ২০০৩ হতে পদ্মা সেতুর সন্তান্যতা সমীক্ষা পরিচালনার কাজ শুরু করেছে, যা ফেব্রুয়ারী ২০০৫ পর্যন্ত চলবে। Work Sechedule অনুযায়ী গত জুন' ২০০৩ মাসে JICA প্রথম inception report দাখিল করে। উক্ত Sechedule অনুযায়ী JICA Study Team ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম অগ্রগতি প্রতিবেদন (Progress Report-1) এবং ২০০৪ সালের মার্চ মাসে Interim report ও সেপ্টেম্বর মাসে ২য় অগ্রগতি প্রতিবেদন (Progress Report-2) দাখিল করবে। তাছাড়া ২০০৫ সালের জানুয়ারী মাসে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (Draft Final Report) এবং ফেব্রুয়ারী মাসে চূড়ান্ত প্রতিবেদন (Final Report) দাখিল করবে।

নির্বাচী পরিচালক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, ইতোমধ্যে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) সহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি Counterpart Team গঠন করা হয়েছে। উক্ত Team বিভিন্ন কারিগরী তথ্য সংগ্রহের কাজে JICA Study Team কে সহযোগিতা প্রদান এবং বিভিন্ন প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান করবে। JICA Study Team ইতোমধ্যে পাটুরিয়া, গোয়ালন্দ, নয়াবাড়ী, ফরিদপুর, মাওয়া-চরজানাজাত, চাঁদপুর, ভেদরগঞ্জ, রূপসা সেতু, মেঘনা-গোমতি সেতু ও মংলা বন্দর পরিদর্শন করেছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে।

নির্বাচী পরিচালক আরোও উল্লেখ করেন যে, সন্তান্যতা সমীক্ষা কাজের অগ্রগতি নিয়ে গত ৬/৮/০৩ তারিখে JICA Study Team এবং Counterpart সদস্যদের মধ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় JICA Study Team প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ৪টি Crossing যথা পাটুরিয়া, নয়াবাড়ী, মাওয়া ও চাঁদপুর অবস্থানসমূহের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহের তুলনামূলক বিবরণী উপস্থাপন করেছে। সন্তান্যতা সমীক্ষা সমাপ্তির পর পদ্মা সেতুর স্থান চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

১২১

আলোচনাত্তে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

JICA Study Team কর্তৃক পরিচালিত পদ্মা সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষার উপর প্রথম অগ্রগতি প্রতিবেদন (Progress Reprot-1) চলতি মাসে (সেপ্টেম্বর) মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী এবং সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভার সদস্যদের উপস্থিতিতে উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৮ : ৬ষ্ঠ চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুর (মুক্তারপুর সেতু) **Geo-technical Investigation Data** সংগ্রহের কাজ ৬০,৩৩,১২১.০০ (ষাট লক্ষ তেওঁশ হাজার একশত একুশ) টাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে **Deposit Work** হিসাবে সম্পাদন প্রসঙ্গে।

আলোচ্য বিষয়ে নির্বাচী পরিচালক জানান যে, ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬ষ্ঠ চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুর ডিজাইন প্রনয়নের লক্ষ্যে গত ১০/৪/০৩ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী চীনা পক্ষকে Basic Design Data সরবরাহ করতে হবে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ Data সরবরাহ করা হয়েছে। সর্বশেষ অর্থাৎ Geotechnical Investigation Data সরবরাহের লক্ষ্যে স্বল্প সময়ে Geo-technical Investigation কাজ সম্পন্ন করার জন্য Deposit Work হিসাবে ৬০,৩৩,১২১ (ষাট লক্ষ তেওঁশ হাজার একশত একুশ) টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউরো)-কে দায়িত্ব দেয়া হয়।

নির্বাচী পরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে মুক্তারপুর সেতু খাতে অর্থ বরাদ্দ না থাকায় জরুরী ভিত্তিতে কাজটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এ খাতে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে সমন্বয় করা হবে শর্তে সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহের মাধ্যমে কাজটি পাউরো এর মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন দেয়া হয়। বর্তমানে Geotechnical Investigation -এর কাজ চলছে, যা প্রায় সম্পন্নের পথে।

আলোচনাত্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

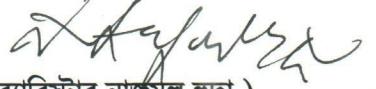
৬০,৩৩,১২১ (ষাট লক্ষ তেওঁশ হাজার একশত একুশ) টাকা ব্যয়ে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬ষ্ঠ চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুর (মুক্তারপুর সেতু) Geotechnical Investigation কাজ Deposit Work হিসাবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর মাধ্যমে সম্পাদনের বিষয়টি সভায় ঘটানোতের অনুমোদিত হয়।

বিবিধ-ক : বোর্ডের সদস্য সেনাবাহিনীর সিজিএস সেনাবাহিনী কর্তৃক যমুনা সেতু পারাপারে টোল মওকুফের বিষয়ে সভার সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ প্রেক্ষিতে সভাকে জানানো হয় যে, বিষয়টি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন আছে। এ বিষয়ে জরুরী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৪।

বিবিধ-খ : সভার আলোচ্যসূচী ৯-১৯ পর্যন্ত পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভার দিনে পদ্মা
সেতুর সমীক্ষার উপর presentation হবে। এ সমীক্ষার সাথে জড়িত Counterpart সদস্যদের উক্ত
presentation এর সময় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হবে।

পরিশেষে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা)
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

পরিশিষ্ট-ক

৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠেয় যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের
৭৬তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা।

নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
<u>সদস্যগণ :</u>		
১.	সৈয়দ রেজাউল হায়াত, সচিব	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২.	জনাব মোঃ সাইফ উদ্দিন, সচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩.	মেজর জেনারেল এস, এম, ইকরামুল হক, চীফ অফ জেনারেল ষ্টাফ	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ঢাকা।
৪.	খন্দকার শহিদুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সচিব	জ্বলনী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
৫.	কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা।
৬.	জনাব আলাউদ্দিন সরকার, অতিরিক্ত সচিব	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭.	জনাব এস, ওয়াই, খান মজলিশ, বিভাগীয় প্রধান	পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৮.	শেখ আবদুল আউয়াল, যুগ্ম-সচিব	ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯.	সৈয়দ আখতার হোসেন, যুগ্ম-সচিব	বিদ্যুৎ বিভাগ, ঢাকা।
১০.	জনাব এস, বি, আই, এম শফিক-উদ-দৌলা, উপ-সচিব	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
<u>সহায়তাকারী কর্মকর্তা :</u>		
১.	জনাব মোঃ ইউসুফ জাহানীর সিকদার, পরিচালক (প্রঃ)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
২.	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৩.	জনাব এ, কে, এম, শামসুজ্জাহা, পরিচালক (পিএনএম)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৪.	জনাব মোঃ জুলফিকার হায়দার, ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৫.	জনাব বিকাশ চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক (পুনর্বাসন)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৬.	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রঃ)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।